# রাজনীতি ও ইসলাম

শেখ ফজলে বারী মাসউদ

## ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন



## ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, রাজনীতি ও ইসলাম

সমকালে ‘রাজনীতি ও ইসলাম’ বিষয়টি নিয়ে বেশ বিতর্ক চলছে। বুঝে হোক বা না বুঝে হোক ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যারা দেশ ও দেশের মানুষকে ধর্মহীন, পাশোবিকতার চরম অন্ধকারে ঠেলে দিতে চায়, তারা ইতোমধ্যেই তালগোল পাকিয়ে সৌহার্দপূর্ণ এদেশে বেশ হুলুস্থুল বাঁধিয়ে দিতে যথেষ্ঠ সফল হয়েছেন! যাহোক এ বিষয়ে তর্কটি মোটামুটি পুরাতন হলেও বাংলাদেশে নতুন মাত্রা পেয়েছে। তার্কিকদের একপক্ষের বক্তব্য, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। কারণ, রাজনীতির সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মব্যবসায়ীরা রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার করে ফায়দা লুটে নিচ্ছে। বক্তব্যটি বেশ চমৎকার! অন্য পক্ষ ঠিক এর বিপরীত কিছু বলছেন। যাহোক বিষয়টি খোলাসা হওয়াই কাম্য।

রাজনীতি শব্দের অর্থ হল ‘রাষ্ট পরিচালনার নীতি’। ধর্মে রাজনীতি নেই কথাটি একেবারে মিথ্যে না হলেও ‘ইসলামে রাজনীতি বা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি’ নেই কথাটি শতভাগ মিথ্যা। এখানে ধর্ম বলতে যদি ইসলামসহ হিন্দু, বৈদ্ধ, ঈহুদী, খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্ম বুঝায় তাহলে কথাটি আংশিক সত্য। এটা এজন্য বললাম যে, বর্তমানে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে আসলেই ‘রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি’ বলতে কিছু নেই। অন্য দিকে ইসলাম এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এখানে দুঃখজনক মজার ব্যাপার হল, আজকে দেশে-বিদেশে যারা ‘ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করতে হবে’ বলে চেঁচামিচি করে বেড়াচ্ছে, তারা আসলে ছাগলের চার নাম্বার বাচ্চার মত বুঝে হোক কিংবা না বুঝে হোক পাশ্চাত্যের শিখানো বুলি মাইকিং করছেন মাত্র।

ব্যাপারটা হল সেই লেজ কাটা শিয়ালের কাহিনীর মত। একদা ঘটনাক্রমে এক শিয়লের লেজ কাটা পড়ল। সে এক কূপের সামনে গিয়ে নিজের চেহারা দেখে নিজেকে বেশ কুৎসিত মনে হল। কিন্তু শিয়াল মামাতো, হার মানা তার স্বভাবে নেই। সে দ্রুত এক শিয়ালসমাবেশের আয়োজন করল। সে তার ভাবগম্ভির উদ্বোধনী লেকচারে ঘোষণা করল, আমাদের ইতিহাস ভুলে গেলে চলবেনা, আমার কথা তোমাদের বুঝতে কষ্ট হতে পারে, তবে বাস্তব কথা হচ্ছে: আমাদের দেহ কাঠামোর আসল রূপ হল লেজবিহীন। আপনারা হয়তো উপলব্ধিও করতে পারছেন লেজ একটা অতিরিক্ত বিষয়। আমাদের চলাফেরায়

যথেষ্ঠ সমস্যার সৃষ্টি করে। নিজেদেরকে ছিমছাম হতে হবে। লেজটেজ smartness এর পথে অন্তরায়। কেটেছেঁটে এসব জড়াজীর্ণতা দূর করতে হবে। আসুন আমরা প্রথমে নিজেরা লেজ কেটে ফেলি অতপর আন্দোলন শুরু করি 'শিয়ালদেহে লেজ চলবেনা'। কিছু দিন যেতে না যেতেই পন্ডিত শিয়াল আওয়াজ তুলল লেজ প্রগতির অন্তরায় এটি আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে। কাজেই আইন করে এটি দূর করতে হবে।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার আন্দোলনের প্রাক ইতিহাস ঠিক এমনই। একজন মুসলমান কখনই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কথা বলতে পারেনা। কারণ তার ধর্মে 'রাষ্ট্র পরিচালনার সকল নীতি' কেবল স্পষ্ট করে বলে দেয়া আছে তাই নয় বরং সে নীতি বাস্তবায়নের জোড় তাকীদ দেয়া হয়েছে। তাকে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি অন্য কারও থেকে ধার করতে হবেনা। যেটা অন্য কোন ধর্মে নেই। কাজেই হিন্দু, বৈদ্ধ, ঈহুদী, খ্রীষ্টান, ইত্যাদি ধর্মের লোকেরা ঈর্ষান্বিত হয়ে বলতে পারে 'ধর্মভিত্তিক রাজনীতি' চলবেনা, বন্ধ করতে হবে ইত্যাদি। এজন্য যে, তাদের ধর্মে রাজনৈতিক সমাধানের কোন আলোচনাই নেই। অপরদিকে একজন মুসলমান কখনই এমন বলতে পারেনা। কারণ ইসলামে কেবল রাজনৈতিক বিষয়াবলীই নয়, জীবনের সকল দিকের সমাধান স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে সাড়ে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই। মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন, আমি এ পবিত্র কুরআনে কোন কিছুরই বর্ণনা বাদ দেইনি। (সূরা আন'আম:৩৮) অন্যত্র তিনি বলেন, আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনবিধানকে পরিপূর্ণ করে দিলাম.... (সূরা মায়েদাঃ ০৩)

### ধর্ম থেকে রাজনীতিকে পৃথকীকরণ

ধর্ম থেকে রাজনীতিকে পৃথকীকরণের প্রচেষ্টা নতুন কিছু নয়। ইউরোপে এক সময় খ্রিস্টান পোপ পাদ্রীরা খ্রিস্টধর্মকে নিজেদের স্বর্থ হাসিলের জন্য ব্যবহর করতে শুরু করল। এজন্য তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার হয় প্রতিনিয়তই এ সব ফরমান জারি করত। জনগণও ধর্মের প্রতি এমন অন্ধভক্ত ছিল যে সরকার তাদের একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও পাদ্রীদের সে সব আদেশ পালন করতে বাধ্য হত। ফলে পাদ্রীদের সাথে প্রতিনিয়তই সরকারের দ্বন্দ লেগেই থকাত। সে সময়ে অকারণেই অনেক নির্দোশ নারী-পুরুষকে ফাঁসিতে পর্যন্ত ঝুলাতে বাধ্য করেছিল। বিকৃত খ্রিস্ট ধর্মের ক্রমাগত বাড়াবাড়িতে রাষ্ট্রের



সাথে পাদ্রীদের দ্বন্দ এক সময়ে চরমে পৌঁছল। তখন জনগণ অতিষ্ট হয়ে ঘোষণা করতে বাধ্য হল, রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাষ্ট্রকে আর গীর্জার প্রাপ্য গীর্জার দাও'। এরপরও পোপ পাদ্রীদের দৌরাত্ম্য থেকে যখন কোনক্রমেই বেরিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছিলনা তখন দ্বাদশ শতকে মারসিলিও চতুর্দশ শতকে ম্যাকায়েভেলি ধর্মনিরপেক্ষতার দর্শণকে প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে আমাদের দেশে সেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকাররের ঘাড়ে চেপে বসা কিছু বামপন্থী আর বিধর্মীরা আদা জল খেয়ে নেমেছে। আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও এ মতবাদ মানুষের নূন্যতম অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি বরং এর মাধ্যামে কেবলমাত্র ইসলামকেই কোণঠাসা করতে নির্লজ্জ চেষ্টা চালিয়েছে সবাই। আমাদের পাশবর্তী কথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে নিবিচারে মুসলিম নিধনতো আমরাই দেখেছি। অপরদিকে ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন এর চেয়ে শত-সহস্রগুণ উন্নত ও গ্রহণযোগ্য। ইসলামের সাথে মানবরচিত কোন মতবাদের কোন তুলনাই চলেনা।

### রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির সাথে মানুষের সম্পর্ক/মুসলমানকে কেন ইসলামী রজনীতি করতে হবে

বর্তমান বিশ্বে রাজনীতি মানব জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সামাজিক জীব হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনার সকল নীতির সাথে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জীবন চলার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ৯৮% এবং পরোক্ষভাবে ০২% রাষ্ট্রের নীতি বা আইন আমাদেরকে মানতে হয়। নাগরিক সে যে ধর্মেরই হোকনা কেন নিতান্ত ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। একজন মানুষ সকালে ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তার কোন পাশ দিয়ে চলবে, গাড়িতে কত ভাড়া দিবে, মুসুল্লি সাহেব গাড়িতে চড়েছেন, সেখানে উচ্চ আওয়াজে গান বাজছে, আপনি গান বন্ধ করতে বাধ্য করতে পারবেন কি না, রাস্তায় মাল ছিনতাই হল, ছিনতাইকারী গ্রেফতারও হল, তার বিচার কি হবে, প্রশাসনের দায়িত্ব কি এবং কতটকু? ব্যবসা কিভাবে করবেন? কোন ব্যবসা বৈধ হবে কোনটা হবে না, ব্যাংকে কিভাবে লেন-দেন করবেন, আদালতে কাকে দোষী বলা হবে আর কাকে নির্দোষ বলা হবে, কোন কাজকে বৈধ বলা হবে আর কোনটাকে শাস্তির যোগ্য বলা হবে ইত্যাদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কার্যাবলীর ৯৮ ভাগই রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় আইন বা

রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত। অপরদিকে কেবলমাত্র ২ ভাগ যা আমাদের নিতান্তই ব্যক্তিগত বিষয়াবলী প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেমন- আপনি টয়লেটে প্রবেশ করলেন। সেখানে আপনি কিভাবে বসবেন পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে না সুন্নত তরীকা অনুযায়ী? এখনে আপনাকে রাষ্ট্রীয় আইন বা নীতি সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করছে না বটে তবে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। কিভাবে? বাস্তব কথা হল টয়লেটে প্রশাসনের কেউ গিয়ে আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করে না কথাটা ঠিক কিন্তু সেখানে আমরা পরিচালিত হই আমাদের শিক্ষা অনুযায়ী। আর এ শিক্ষানীতি প্রণীত হয় রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিদের দ্বারা, রাষ্ট্র পরিচালনার প্রত্যক্ষ নীতি অনুযায়ী। কাজেই আমরা বুঝি বা না বুঝি, বুঝতে চাই বা না চাই, স্বীকার করি বা না করি, রাজনীতি বা  রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি দ্বারা আমরা শতভাগ পরিচালিত বা এর সাথে সম্পৃক্ত।

কাজেই আমাদের রাজনীতি বা  রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি যদি ইসলাম হয় তাহলেই কেবল ইসলামের যাবতীয় হুকুম আহকাম শতভাগ মেনে চলা সম্ভব হবে। অন্যথায় আপাতত নিতান্ত ব্যক্তিগত ভাবে ২/৪ টি ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলা সম্ভব হলেও দৈনন্দিন জীবনের ৯৮ ভাগ কার্যাবলীর ক্ষেত্রে নিজ ধর্ম তথা ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলা একেবারেই অসম্ভব। আপনি যতবড় বুজুর্গই হন না কেন ইচ্ছা করলেই এদেশে সূদ মুক্ত ব্যবসা করতে পারবেন না। সূদের সর্বনিম্ন গুনাই হল নিজ মায়ের সাথে জিনা করা। কাজেই রাষ্ট্রিয়ভাবে অবশ্যই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। মুসলমানদেরকে ইসলামের বাধ্যবধকতার করণেই ইসলামী রাজনীতি করতে হয়। এক্ষেত্রে কোন মুসলমানের ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার কোন সুযোগ ইসলাম কাউকে দেইনি।

### ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন

ইসলাম হল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা রাজনীতি বা রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড হিসেবে যা দেখলাম এর সবকিছু সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। এছাড়াও মানব  জীবনের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান এখানে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে, সমাধান বলে দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী চলার জন্য এবং তা সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য মানবজাতিকে আল্লাহ তা'য়ালা কঠোর নির্দেশও দিয়েছেন। ফলে



মুসলমান ইসলামী আইনের বিপরীত এক বিন্দু-বিসর্গও চলতে পারেনা। চাই সে রাষ্ট্রীয় আইন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কিংবা অন্য মানব রচিত যে কোন তন্ত্র-মন্ত্রেরই হোক না কেন। ইসলামের সাথে সংঘর্ষিক হলে অবশ্যই সেটাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন:

১. যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম-তন্ত্র-মন্ত্র-মতবাদ গ্রহণ করবে তার কিছুই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবেনা। পরকালে সে হবে চরম ক্ষতিগ্রস্থ। (সূরা বাকারাঃ ১৩০)। বলে রাখা দরকার, প্রচলিত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদও হিন্দু, বৈদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদী ধর্মের মত অপূর্ণাঙ্গ ধর্মের অন্তর্ভূক্ত। কারণ এগুলোর মধ্যেও মানব জীবন পরিচালনার কিছু বিষয়াবলী সম্পর্কে বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

২. রাসুল সা. তোমাদের জন্য (মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধি-বিধান সহ অন্যান্য) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার পুরোটাই অনুসরণ কর আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক। (সূরা হাশরঃ০৭)

৩. তোমরা কি এ মহাগ্রন্থের কিছু অংশ মেনে নিবে আর কিছু অংশ অস্বীকার করবে? যদি এমনটা কর তবে এর প্রতিদান হিসেবে পৃথিবীতে পাবে চরম লাঞ্ছনা আর পরকালে তোমাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে কঠিনতর শাস্তিতে। (বাকারাঃ ৮৫)

### পবিত্র কুরআনে রাজনৈতিক বিধানাবলী

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা মানবজীবনের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পর্কে পাঁচ শতাধিক বিধান বর্ণনা করেছেন। রাসুলও সা. মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন অসংখ্য। এসব বিধান থেকে সরাসরি কিংবা এর অনুসরণ করে মানবজীবনে ব্যক্তিগত, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা সহ সকল বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সকল আইন বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা যেসব বিষয়কে সরাসরি রাজনীতি বা রাজনৈতিক কর্মকান্ড কিংবা রাষ্ট্রীয় নীতি বলে ধর্ম থেকে রাজনীতিকে পৃথক করার অপপ্রয়াস চালাই, সে সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত কিছু বিধানাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হল। যেমনঃ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মৌলিক তিনটি বিষয় হলঃ ক. আইন বিভাগ খ. বিচার বা শাসন বিভাগ

গ. নির্বাহী বিভাগ। এসব বিষয় সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ ক. আইন বিভাগঃ

১. আল্লাহই একমাত্র আইন দাতা। (সূরা আনআমঃ ৫৭)

২. তারা কি জাহেলী যুগের আইন চায়? অথচ শান্তিকামীদের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম সংবিধান প্রণয়নকারী আর কে আছে! (সূরা মায়েদা:৫০)

৩. তোমরা মানুষের মাঝে আল্লাহ প্রদত্ত আইন দ্বারা বিচার কর, তোমাদের নিজ মনোবৃত্তির অনুসরণ করবেনা। (সূরা মায়েদাঃ ৪৮)

৪. তারা বলে আমাদের হাতে কি কিছুই নেই? হে নবী আপনি বলুন, সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই। (সূরা আল-ইমরানঃ ১৫৪)

খ. বিচার বিভাগঃ

১. তিনিই (আল্লাহ) সকল বিচারকের বিচারক।

২. তিনিই (আল্লাহ) কি সকল বিচারকের বিচারক নন?। (সূরা তীনঃ ০৮)

৩. যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী বিচার করে না তারা কাফের, জালেম, ফাসেক । (সূরা মায়েদাঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭)

গ. নির্বাহী বিভাগঃ

১. হে ঈমানদারগণ তোমরা ইনসাফ ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। (সূরা আল-আ'রাফঃ ২৯)

২. হে নবী বলুন,...আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। (সূরা শুরা:১৫)

৩. যদি বিচার নিস্পত্তি কর তবে তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ কারীদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা মায়েদাঃ ৪২)

৪. তোমরা কোন সম্প্রদায়ের উপর শত্রুতার কারণে অত্যাচার করোনা, সুবিচার কর। (সূরা মায়েদাঃ ০৮)

৫. আল্লাহ তা'য়ালা জালিমকে অপছন্দ করেন। (সূরা আল-ইমরানঃ ১৪০)

এছাড়াও শান্তিপূর্ণভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে সব বিধানাবলী আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন তন্মধ্যে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলঃ

১. আমি যদি তাদেরকে দুনিয়াতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রদান করি তবে তারা সেথায় সালাত কায়েম করবে, যাকাতের বিধান প্রতিষ্ঠা করবে, মানুষদেরকে



উত্তম কাজের আদেশ করবে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে। (সূরা হজ্ব:৪১)

২. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সমাজে সন্ত্রাসী করে তাদের শাস্তি হচ্ছে-তাদেরকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে..... (সূরা মায়েদাঃ ৩৩)

৩. পুরুষ চোর এবং নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও। তারা যা করেছে, এটা তারই শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে। (সূরা ময়েদাঃ ৩৮)

উল্লেখিত এসব বিধান সম্বলিত কুরআনে কারীমের আয়াতগুলো শুধুমাত্র মাঝেমধ্যে পাঠ করা আর চুমু খাওয়ার জন্য অবতীর্ণ করেননি। বরং এর দাবী হল সমাজে এগুলো বাস্তবায়ন করা। ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞরা একমত যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকারের পক্ষথেকেই কেবল বিচার সংক্রান্ত এসব আইন এসব আইন বাস্তবায়ন করতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে এসব আইনের প্রয়োগ জায়েজ নেই। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সা. নিজে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন। এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ সন্তান হযরত আবু বকর রা., হযরত উমর রা, হযরত উসমান রা, হযরত আলী রা. প্রত্যেকেই রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন। তারা কেউই তৎকালীন গ্রীক, রোমান, পারস্যের কিংবা মানবরচিত কোন আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করেননি। তাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত আইন দিয়েই রাষ্ট্র চালিয়েছেন। ফলে বিশ্ববাসী অবাক নেত্রে দেখেছে ইসলাম কিভাবে মানবতাকে শান্তি দিতে পারে। শান্তি সুখের পায়রাগুলো সর্বদা ডানা মেলে ছুটে বেড়াতো দিক-দিগন্তে। মুগ্ধ করত তাদেরকে প্রতিনিয়ত। কথায় আছে, ইসলামী সাম্রাজ্যে বাঘে মহিষে এক ঘাটে পানি খেত। কেউ কারো দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস করতনা। ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা হলে আজও এমন শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। অথচ আজ ইসলামী অনুশাসনের বিরুদ্ধে সর্বত্রই চলছে হাজারো রকমের অপপ্রচার। আফসোস মুসলমান ঘরের অসংখ্য সন্তানেরাও আজ বিভিন্ন মিডিয়ায় বসে নিজ ধর্মের বিপক্ষে সাজিয়ে উপস্থাপন করছে যতসব কল্প-নাটক!

মহান আল্লাহ প্রদত্ত, কুরআন ও হাদিসে আলোচিত এসব ইসলামী আইন বা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি অনুসরণ কিংবা সে নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। এ পথ থেকে কখনই পিছনে সে থাকতে পারেনা। নূন্যতম অবহেলা না করাই তার ঈমানের দাবী। রাষ্ট্র

পরিচালনার নীতি ইসলাম না হলে ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান অনুসরণ করা যেহেতু একেবারেই অসম্ভব তাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বা রাজনীতি করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ। এটা তার ইবাদাত। বুঝে হোক কিংবা না বুঝে হোক, ইসলামী রাজনীতি পছন্দ করি না এমন মন্তব্য করা কিংবা ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধের জন্য ষড়যন্ত্র করা কুফরীর সমতুল্য।

**কোন মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না**

জরিপে দেখা গেছে, আমাদের দেশের সাধারণ জনতার মধ্যে যারা ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে বলেন তাদের অধিকাংশই না বুঝে, এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে না জেনে কিংবা ধোঁকাবাজদের ফঁদে পড়ে এর সরল অর্থের দিকে লক্ষ করে বলে থাকেন। আশাকরি উপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয়েছে: ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভাবক কারা, কেন করেছেন, এর সাথে ইসলামে দূরত্ব কতটুকু ইত্যাদি। ধোঁকাবাজরা বলে, সুরা কাফিরুনের শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: 'তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য আর আমার দীন আমার জন্য'। বোকার দল বুঝতে ব্যার্থ হয়েছে, উল্লেখিত আয়াতের দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষতা নয় বরং ইসলাম নিজ পক্ষকে আরো সুদৃঢ় করেছে। যখন কাফেররা এসে রাসূল স. কে বল্লল: আপনি মাঝে মধ্যে আমাদের উপাসনালয়ে আসবেন, (যেমন আমাদের নেতা নেত্রীরা সব উপাসনালয়েই যেয়ে থাকে) আমাদের দেবতার গায়ে হাত ছুঁইয়ে দিবেন আমরাও আপনার ধর্মকর্ম কিছু কিছু মেনে নিব। তখনই আল্লাহ তা'য়ালা এই সূরা অবতির্ণ করে রাসূলকে স. সাবধান করে দিলেন। বল্লেন আপনার এমন ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কখনও এমন করবেন না। আপনি আপনার প্রতি অবতির্ণকৃত ইসলামের পক্ষে থাকুন আর তারা তাদের ধর্ম নিয়ে থাকুক। এটাই হল সুরা কাফিরুন অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট এবং ভাবার্থ। অতএব রাসূল স. কেই যেহেতু স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে কোন মুসলমান কোনভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। কারণ এতে তার ঈমান হারা হওয়ার যথেষ্ঠ সম্ভাবনা রয়েছে।

হ্যাঁ, তবে ইসলাম বিধর্মীদের জন্য যে অধিকার দিয়েছে সেটা ভিন্ন কথা। এমনটা অন্য কোন ধর্মে দেয়নি। তাই বলে কোন মুসলমান কিংবা মুসলিম প্রধান দেশ ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না।



সরকারের কাছে আমাদেরও দাবি মুসলিম প্রধান এদেশে ইসলামের সকল আইন বাস্তবায়ন করুন এবং ইসলাম ঘোষিত অমুসলিমদের সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করুন। দেশবাসির কোন আপত্তিতো থাকবেই না বরং শতভাগ সমর্থন পাবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এ সহজ ও সরল কাজটি না কারে হাতে গোনা গুটি কায়েক নাস্তিক আর বিদেশি দাদা বাবুদের খুশি করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দেশটাকে ধর্মহীন করার যে ষড়যন্ত্র চলছে তা কোন ক্রমেই পীর আউলিয়ার এ পূন্যভূমিতে বাস্তবায়ন করতে দেয়া হবে না। দেশবাসি জীবন দিয়ে হলেও তা রুখবেই ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহর সৃষ্ট এজমিনে তার আইন প্রতিষ্ঠিত হবে না, সে বিধানকে দূরে ঠেলে দিয়ে খেয়াল খুশিমত আইন দিয়ে দেশ পরিচালনা করা হবে, আবার মহান আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তথা ইসলামী আন্দোলন বা ইসলামী রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করা হবে, বর্তমান জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে এমন জাহেলী ও খামখেয়ালী আচরণ একজন মুসলমানও বরদাশ্‌ত করবে না। কারণ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলা এবং রাষ্ট্রিয় ভাবে তা প্রতিষ্ঠা করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও প্রতিটি শন্তিকামী মুসলমান তাদের দায়িত্ব পালন করেই যাবে ইনশাআল্লাহ।